OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 97
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 771 - 781
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 771 - 781
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদ : শিক্ষাগত মূল্য

ড. অরুন সরকার
প্রাক্তন গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া
Email ID: arunsarkar1985@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Oral Literature, Proverbs, Language and literature, Philosophy, Social, Health conscious, Psychology and Moral Educational Value.

Abstract
Thought the subject matter of Bengali oral literature is ancient, but it is interwoven with modern society. Proverbs are prevalent on various topics in our country about nature, environment, surrounding, animals, resources, production, history, culture, religion, society, family etc. It is very difficult to calculate the numbers of proverbs as it spread from one place to another place by different people. Due to the wide variety of proverbs, we now we can see the use of proverbs in various poems, essays, novels, drama, newspapers, advertisements, lectures and even daily conversations. The proverb are the long experiences of the people in the society, which are expressed briefly, similarly thought the proverbs the nation's knowledge, intelligent, merit, consciousness, education, culture, tradition and the firm belief or faith are expressed. Proverbs are the most powerful medium of oral literature, which is always associated with human beings' real experience. The form, meaning and use of proverbs are almost everywhere. But the same proverb is also prevalent in multiple forms due to the different region and geographical locations. Currently, all the virtues of the proverbs are being copied in various slogan compositions. Various people in the society also use proverbs to criticize opposition parties and expose personal, social, political and economic conflicts. Due to the nature of the proverb, it has become very popular and attractive to the children of the present generation. Therefore, this article will discuss the literary value of literature and language, values of philosophy and social education, educational values related to health care and environment, psychological and moral educational and current values that are current.

Discussion

ভূমিকা : লোকসংস্কৃতির অন্যতম একটি ধারা হল মৌখিক সাহিত্য, আর এই মৌখিক সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো প্রবাদ। প্রবাদ লোকসমাজে পুরুষানুক্রমে প্রবহমান বা লোক পরম্পরাগতভাবে প্রাপ্ত বিশেষ উক্তি। এটি মানুষের জীবন, জগৎ ও সমাজ সম্পর্কে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের এক সংক্ষিপ্ততম অভিব্যক্তি। প্রবাদ অতীতের বিষয় হয়েও বর্তমান সময়কালকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করে আছে, তাই বাংলা মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদগুলি যেন সমগ্র বাংলা আর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 97
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 771 - 781
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাঙালি জীবনের প্রতিচ্ছবি। আধুনিক যুগে প্রায় সমগ্র বাঙালির সব কিছুই যেন প্রতিফলিত হচ্ছে বাংলা প্রবাদের মধ্যে। প্রবাদের বিষয় বৈচিত্র্য খুবই ব্যাপক। বর্তমানে আমরা কবিতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, নাটকে, সংবাদপত্রে, বিজ্ঞাপনে, বিভিন্ন বক্তৃতায় এমনকি দৈনন্দিন কথাবার্তাতেও প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করে থাকি। এই বিপুল সংখ্যক প্রবাদ কে বা কারা সৃষ্টি করেছে তা আমাদের যেমন জানা নেই, তেমনি এই প্রবাদগুলি কোন সময়ে, কোন পরিস্থিতিতে রচিত হয়েছে তা আবিষ্কার করা খুবই কঠিন ও দুঃসাধ্য। আবার কিছু কিছু প্রবাদের সৃষ্টিকর্তার নামও খুঁজে পাওয়া যায়। তবে যাই হোক অন্যান্য বিষয় সৃষ্টির মতো প্রবাদ সৃষ্টিতেও সৃষ্টিকর্তা আছে এবং প্রতিটি প্রবাদ সৃষ্টির পিছনেও একটি উদ্দেশ্য আছে। প্রবাদ সৃষ্টিতে লোকসমাজের ভূমিকা থাকার জন্য কোনো ব্যক্তি বিশেষের রচনা বলে পরিগণিত হয় না, এগুলি পরিগণিত হয় মৌখিক সাহিত্য বা লোকসাহিত্য হিসেবে।

প্রবাদগুলি সংক্ষিপ্ত হলেও তা পূর্ণাঙ্গ ভাবদ্যোতক ও অর্থপূর্ণ হয়ে থাকে। প্রবাদ মানুষের ব্যবহারিক জ্ঞান, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি থেকে জন্ম নেয়। আমরা আমাদের পরিবেশ, জীবজন্তু, আমাদের জাতীয় জীবনের নানান ধারা, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্মনীতি, সংস্কৃতি, সমাজ, পরিবেশ, পারিবারিক বিষয়, কৃষিকাজ প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষা প্রবাদের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। তেমনি আবার বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকারক বিষয়গুলি থেকে সচেতন হওয়ার শিক্ষাও পেয়ে থাকি। এছাড়াও আমাদের পারিপার্শ্বিক গাছ-পালা, পশু-পাখি, জীব-জন্তু, সমাজের মানুষজনের দোষ-গুণ, স্বভাব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিও জানতে পারি। সেইদিক থেকে একটি জাতির দর্শন, মনস্তত্ত্ব, নৈতিক, ভাষা, সামাজিক ও পরিবেশ শিক্ষার বিষয় হিসেবে মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদের যথেষ্ট শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে। কিন্তু এই মূল্য নিছক নীতি বা তত্ত্বকথা হিসেবে চিরন্তন বা সার্বজনীন নয়। আবার উচ্চ আদর্শ, তত্ত্বজ্ঞান বা লোকশিক্ষা প্রবাদের মূল কথা নয়। প্রবাদে চিরন্তনত্ব আছে, কিন্তু চিরন্তন সত্যের নির্দেশক বলে এটি চিরন্তনত্ব নয়। যেমন - 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে' এটি নৈতিক জগতের সত্য হলেও ব্যবহারিক জগতের তথ্য নয়; তেমনি আবার 'জন জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা' এটি ব্যবহারিক জগতের তথ্য হলেও নৈতিক জগতে সত্য নয়। তাই প্রবাদের প্রধান অনুপ্রেরক নৈতিক জ্ঞান নয়, সাংসারিক জ্ঞান, পরোক্ষ চিন্তা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতি। তেমনি আবার প্রবাদে যে সত্য থাকে তা প্রায়ই আপেক্ষিক সত্য, তত্ত্বের সত্য নয়, তথ্যের সত্য। তবে প্রবাদের অনেক দিক আছে, সেগুলি বাস্তবধর্মী এবং পথ ঘাটের বহুমানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার রসোত্তীর্ণের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ।[১]

প্রবাদের সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষাগত মূল্য : বাংলা মৌখিক সাহিত্যের অন্যতম শাখা হিসেবে প্রবাদের সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষাগত মূল্য আছে কী নেই সেই নিয়ে নানান তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। অনেক সাহিত্যিক ও ভাষাবিজ্ঞানীগণ মনে করেন রচনার যে সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষাগত মূল্য আছে মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদের মধ্যে তা নেই। সুতরাং আমরা যদি বাংলা মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদগুলি যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে হয়তো প্রবাদের সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষাগত মূল্য আছে কি নেই তা উপলব্ধি করতে পারবো। বাংলা মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদগুলি বেশিরভাগই সাধারণ মানুষের রচনা হলেও প্রবাদের ভাব, রচনাশৈলী, ভাষা চয়ন, ছন্দমিল, উপস্থাপন ভঙ্গি, রূপধর্মীতা, রচনার বিন্যাস নিয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি, তাহলে দেখা যাবে প্রবাদের ভাব আমাদের সকলের মনকে বিস্মৃত করে এবং তার ছন্দ হৃদয়কে আন্দোলিত করে, ব্যঙ্গ ও রসিকতা মনকে উৎফুল্ল ও হাস্যরসে ভরিয়ে তোলে।[২] আর সেই কারণে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদে যে এক বিশেষ সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে তা আমাদের মেনে নিতেই হয়। আবার প্রবাদের এই সহজ সরল উপস্থাপনা শিক্ষার গণ্ডি ভেঙে যে কোনো মানুষের কাছে প্রাঞ্জল ও গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। প্রবাদগুলি একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের সম্পদ, অন্যদিকে প্রাজ্ঞজনের আলোচ্য বিষয়। তাই বাংলা মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদ শুধু সাধারণ সাহিত্য নয়, এ যেন নিরবচ্ছিন্ন স্রোতধারার মতো এক চিরন্তন কথকতা।

বাংলা মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদে স্বল্প পরিসরের মধ্যে ভাবের যে গভীরতা, যে ব্যঞ্জনা, ছন্দ মিল, অলংকার ও কথ্য ভাষার ব্যবহার আমরা লক্ষ করি তা কবি বা সাহিত্যিকের রচনার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। প্রবাদে ভাবের এই ব্যাপকতা ও গভীরতা, কথ্য ভাষা, ছন্দ ও অলংকার এর সাহিত্যমূল্যকেই শুধু বাড়িয়েছে তাই নয়, বাংলা ভাষাকেও সমৃদ্ধ করে ভাষা ও সাহিত্য শিখনের সংযোগকে বাড়িয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থ চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং আধুনিক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 97
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 771 - 781
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যুগের বিভিন্ন সাহিত্যে, উপন্যাসে, কাব্য-কবিতায়, প্রবন্ধে প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়। আবার বিভিন্ন সময়ের কবি সাহিত্যিকরা প্রবাদের ভাব এবং মাধুর্য দ্বারা যে ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন তার কয়েকটি উদাহরণ দেওওয়া হল -

কাশীরাম দাসের রামায়ণে পাই :	চোরা নাহি শোনে কভু ধর্মের কাহিনী।।
প্রবাদটি :	চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী।
চর্য্যাপদে পাই :	বর সুণ গোহালী কি সো দুঠ্ঠ বলন্দে।।
প্রবাদটি :	দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।
চণ্ডীদাসের রচনায় পাই :	শঙ্খ বনিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে।
প্রবাদটি :	শাঁখের করাত যেতেও কাটে, আসতেও কাটে।

এইরকম বহু কবির কাব্যের লাইন ও বিষয়ের মূলভাব বর্তমানে সমাজে প্রবাদ হিসেবে প্রচলিত হয়ে আসছে। আবার অনেকে মনে করেন এইসব প্রবাদগুলি কাব্য রচনার অনেক আগে থেকেই আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল। কবিরা প্রবাদগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার মূলভাবকে আয়ত্ব করে তাঁদের কাব্যের উপযুক্ত জায়গায় এগুলি ব্যবহার করেছেন।[৩] আবার বাংলা ভাষায় বহু কবি বা সাহিত্যিক প্রবাদ দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত না হলেও তাঁরা তাঁদের কাব্যে বা কবিতায় পারস্পরিক সংযোগ বা সংযুক্তির মাধ্যমে যে কথাটি বলতে চেয়েছেন বা যে ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার অনুরূপ ভাবের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই বাংলা লৌকিক প্রবাদের মধ্যেও। প্রচলিত একটি লৌকিক প্রবাদ—

"পেট যখন ভরা, সবাই নয়নতারা
পেট যখন খালি, সবাই চোখের বালি।"[৪]

প্রবাদটি অজ্ঞাত বা অজানা কোনো লোককবির রচনা মনে হলেও এই লাইন দুটি আমাদের সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয় কবি সুকান্তের কবিতার সেই বিখ্যাত লাইন দুটি—

"ক্ষুদার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পুর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"[৫]

কবি সুকান্তের কবিতায় ভাবের যে গভীরতা তা যেন উপরের প্রবাদটির মধ্যেও প্রকাশিত হয়েছে এবং সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। প্রবাদের এই সাহিত্যমূল্য সত্যিই আমাদের সকলকে মুগ্ধ করে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের শিক্ষাগত মূল্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

আমাদের সমাজে প্রচলিত বাংলা মৌখিক সাহিত্যে এই রকম বহু প্রবাদ রয়েছে যেগুলির ভাবের গভীরতা ও ব্যাপকতা বহু সাহিত্যিক, সমালোচক ও কাব্যরসিকদের নানান ভাবে মুগ্ধ করেছে যেমন—

বড় লোকের বড় কথা, টাকা আর কড়ি
ছোটো লোকের ছোটো কথা, ছুঁচ আর দড়ি।

আমাদের সমাজের বড়লোক অর্থাৎ ধনী, আর ছোটলোক অর্থাৎ গরীব মানুষের চিন্তার জগত, কর্মের জগত যে সম্পূর্ণ আলাদা তা এই প্রবাদটির মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমাদের সমাজের দুই শ্রেণির মানুষের ভাবনার জগতের এই পার্থক্য টাকা-কড়ি এবং ছুঁচ-দড়ির তুলনার মাধ্যমে এই প্রবাদে যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে তা যেন সত্যি সত্যিই যে কোনো সাহিত্য রসিককে মুগ্ধ করে।[৬]

প্রবাদের রচনাশৈলী যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে দেখা যায় এর আয়তন সংক্ষিপ্ত এবং ছন্দ মিল রয়েছে। প্রবাদগুলি রচিত হয়েছে এক, দুই, তিন বা চার লাইনেই বেশি, তবে পাঁচ, ছয় বা সাত লাইনেরও বহু প্রবাদ আছে। এই সংক্ষিপ্ত রূপই যে প্রবাদের সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষাগত মূল্য বাড়িয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্ত্যমিল বা অনুপ্রাসের ব্যাপক উপস্থিতি আমরা বহু প্রবাদে লক্ষ করে থাকি। দৃষ্টান্তমূলক একটি প্রবাদ—

"ঘরের শত্রু কানা,
পুকুরের শত্রু পানা।"[৭]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 97
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 771 - 781
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাংলা প্রবাদের মধ্যে একই শব্দের পুনরুক্তি বা একই শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যার ফলে একবিশেষ ধরনের শ্রুতিমধুরতার সৃষ্টি হয়। গ্রামে-গঞ্জে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত প্রবাদটি হল—

"মাংসতে মাংস বৃদ্ধি, গুড়ে বৃদ্ধি বল।
ঘিয়েতে লাবণ্য বৃদ্ধি শাকে বৃদ্ধি মল।"

প্রবাদে আমরা বাক্যবিন্যাসগত পুনরাবৃত্তি লক্ষ করে থাকি। মৌখিক সাহিত্যের এমন অনেক প্রবাদ আছে যেখানে প্রবাদের দুটি অংশ একে অন্যের পুনরাবৃত্তি দেখা করা যায়। দৃষ্টান্তমূলক দুটি প্রবাদ—

"পর নয় আপন, আপন নয় পর।
রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে।"[৮]

অর্থবোধের সঙ্গে ধ্বনি সংযোগ বাংলা মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদের এক বড় বৈশিষ্ট্য হলেও ভাষা শিক্ষায় সহায়ক অপর একটি প্রবাদ—

"কপালে নেই কো ঘি, ঠক ঠকালে হবে কি?"

প্রবাদটির এই ধন্যাত্মক শব্দ 'ঠক ঠক' প্রবাদটিকে ব্যঞ্জনাময় করেছে। এখানে 'ঠক ঠক' করে ঘিয়ের পাত্র ঠোকার কাজটি আমাদের কাছে সহজেই বোধগম্য। আবার এটাও বোঝা যাচ্ছে যে ভাগ্যে যদি ভালো কিছু না থাকে তাহলে শত চেষ্টা করেও সেই জিনিস পাওয়া যায় না।

বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ আমরা বাংলা মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদে দেখতে পাই। অর্থের পার্থক্য নির্দেশের জন্য, তুলনা করার জন্য কিংবা বিভিন্ন কর্তব্য পালনে বৈপরীত্য রক্ষার ক্ষেত্রেও বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—

"অতি চালাকের গলায় দড়ি, অতি বোকার পায়ে বেড়ি।
অতি পিরীত যেখানে, অতি বিচ্ছেদ সেখানে।"[৯]

এই প্রবাদ দুটিতে বিপরীত অর্থের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমটিতে 'চালাক' ও 'বোকা' এবং দ্বিতীয়টিতে 'পিরীত' ও 'বিচ্ছেদ'। প্রথমটিতে চালাক ও বোকার পরিণতি সম্পর্কে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আর দ্বিতীয়টিতে পিরীত ও বিচ্ছেদের মাধ্যমে অতি পিরীত যে ভালো নয়, তার পরিণামের সতর্কীকরণের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদের লিখিত রূপ না থাকলেও প্রবাদগুলি আমাদের মনে জায়গা করে নিয়েছে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্ম। তবে প্রবাদগুলি শুধু পদ্য রূপেই নয় গদ্যরূপেও এর গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কোনো অংশে কম নয়। এই সংক্রান্ত দুটি প্রবাদের উদাহরণ দেওয়া হল—

ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি তো কলা খাইনি।
ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পায় না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, বাংলা মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদগুলিও কবি বা সাহিত্যিকের রচনার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। প্রবাদের মধ্যে ভাবের যে ব্যঞ্জনা ও গভীরতা আমরা দেখতে পাই তা শুধু এর সাহিত্যমূল্যই বাড়িয়েছে তাই নয়, বাংলা ভাষাকেও সমৃদ্ধ করেছে।

প্রবাদের দর্শন ও সমাজ শিক্ষাগত মূল্য : প্রবাদের মাধ্যমে আমরা সমাজের নানান বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। প্রতিটি প্রবাদ সৃষ্টিতে রয়েছে মানুষের নানান ধরনের দীর্ঘ সামাজিক অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ প্রতিটি প্রবাদ সৃষ্টির পিছনে মানুষের এক ধরনের দর্শন রয়েছে। এটি কোনো শাস্ত্র বা তত্ত্ব নয়, লোকমানুষের চলমান জীবনের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা এই দর্শনের ভিত্তি, যাকে আমরা লৌকিক দর্শনও বলতে পারি। লোকদর্শনের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের মূল পার্থক্য হল লোকদর্শন জগৎ সংসারকেই সত্য বলে মনে করে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। অপরদিকে ভারতীয় দর্শন বলে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। ভারতীয় দর্শন তত্ত্ব নির্ভর আর লোকদর্শন জীবনমুখী সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের নানান কাহিনির উপজীব্য তথ্য নির্ভর। লোক অভিজ্ঞতা বা লৌকিক দর্শন অনেক সময় আমাদের জীবনের নিগূঢ় সত্যকে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 97
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 771 - 781
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করতে পারে। ইহলোক পরলোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও লোকদর্শন ইহলোককেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে যেমন— 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' লোকদর্শনের প্রকৃত শিক্ষা। 'সবার ওপরে মানুষ সত্য' চণ্ডীদাসের এই উক্তিটি লোকদর্শনের মূল সুর।

মানুষ সমাজ জীবনে চলতে গিয়ে নানান কার্যক্ষেত্র থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তা লৌকিক দর্শনের মাধ্যমে অনুধাবন করে প্রবাদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। নিম্নে আলোচিত প্রবাদটির মাধ্যমে আমাদের সামাজিক যে বিশ্বাস তারই প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন—

"যে সয় সে মহাশয়,
যে না সয় সে নাশ হয়।"[১০]

এই প্রবাদটির মাধ্যমে লৌকিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ হলেও এই প্রবাদ যেন ভারতীয় দর্শনের এক গভীর মর্মকথাকেই প্রকাশ করেছে। আমরা জানি সহ্য করা মহান মানুষের ধর্ম আর এই সহ্য ক্ষমতা থাকলে তবেই মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারি হওয়া যায়। উপরের প্রচলিত প্রবাদটির মাধ্যমে আমরা এই সামাজিক শিক্ষাটিও পেয়ে থাকি।

আমাদের সমাজে জনসাধারণের মূল্যায়নে যে ব্যাক্তি শ্রেষ্ঠ, তিনি প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ। সমাজ যাকে ভালো ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে স্বীকৃতি দেয়, সেই সকল মানুষজনই সার্থক। দর্শনের সেই মুল্যবান কথাটি 'লোক সাধারণের বা জনসাধারণের বিচারই শেষ বিচার'। প্রচলিত প্রবাদটি হল—

আপনারে বড় বলে বড় সে নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।

ভারতীয় দর্শনে ও বিভিন্ন মণীষীদের বাণীতে 'সৎ সঙ্গে' থাকার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সৎ সঙ্গে থাকলে আমাদের যেমন নৈতিক গুণের উন্নতি হয়, তেমনি অসৎ সঙ্গে থাকলে নৈতিক গুণের অবনতি ঘটে। আবার সৎ মানুষের সঙ্গে থাকলে অসৎ মানুষও অনেক সময়ে সৎ হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি আবার সৎ মানুষ অসৎ মানুষের সঙ্গে থাকলেও সে অনেক সময় তাঁর সৎ গুণাবলি হারিয়ে ফেলে। অসৎ লোক বা মন্দলোক লোকসমাজের কাছে নানানভাবে অপমানিত হয়ে নিন্দাভোগ করে তিরস্কৃত হয়। মৃত্যুর পরও তাঁরা নরক যন্ত্রণা ভোগ করে বলে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। সামাজিক শিক্ষামূলক এরূপ একটি প্রচলিত প্রবাদ হল—

সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস
অসৎ সঙ্গে নরক বাস।

ন্যায় দর্শনে কোনো কিছু লক্ষণের দ্বারা জ্ঞানলাভ যে ধারণাযোগ্য হয়ে উঠে তা লোকপ্রবাদেও দেখা যায়। আমরা জানি বাস্তবে কারোর পাপে কারো ক্ষতি হয় না। কারণ সে তাঁর নিজের পাপেই শাস্তি ভোগ করে থাকে। লোকসমাজের কাছে নানানভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে থাকে। তাই জনসমাজে প্রচলিত প্রবাদটি হল—

কি করবে আর লোকের শাপে
পুড়ে মরছে নিজের পাপে।

লোকদর্শনের উপস্থাপনার মাধ্যমে আমরা যেমন বিভিন্ন সামাজিক জ্ঞান লাভ করে থাকি, ঠিক তেমনি মানুষের চিন্তালব্ধ জ্ঞান ও অনুভূতির চিরন্তন সত্য ধ্বনিত হয়েছে। নিজে পরিশ্রম করে ঈশ্বরের করুণা লাভ করলে তবেই তার ফল পাওয়া যায় আর ধনবান হওয়া যায়। সমাজ-সংসারে কেউ ফকির হচ্ছে, কেউ আবার রাজা হচ্ছে। সমাজের মানুষের মনের দার্শনিক চিরন্তন সত্য ধরা পড়েছে, সেই রূপ একটি প্রবাদ হল—

"সংসার এক সিঁড়ি,
কেউ ওঠে, আর কেউ নামে।"[১১]

আমরা সকলে মিলে মিশে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করলেও এই পৃথিবীতে আমরা কেউ একসঙ্গে আসিনি, যে যার মতো একা একা এসেছি। আবার মৃত্যুর পর এই পৃথিবীর সব মায়া ত্যাগ করে যে যার মত একাই চলে যাবে। এই সমাজ সংসারের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ কারোর সঙ্গে যাবে না, এ এক চরম সত্য। যেটা আমাদের কোনো মানুষের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 97
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 771 - 781
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম হয় না। প্রচলিত প্রবাদটির মাধ্যমে মানব জীবনের চরম সত্যটা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দৃষ্টান্তমূলক প্রবাদটি হল—

"আসতেও একা যেতেও একা
কার সঙ্গে কার দেখা।"[১২]

আমরা সকলেই জানি খারাপ বা দুষ্ট প্রকৃতির লোকজন কোনো সমাজে, কোনো দলে বা কোনো পরিবারে থাকলে অন্যের ক্ষতি করে থাকে। তাই এই ধরনের লোকজন থাকার চেয়ে না থাকাটাই বেশি ভালো। আবার সমাজে এমন অনেক লোকজন আছে যাদের দ্বারা সমাজের অনেক ভালো কাজ হয় বলে তাদের অনেক অত্যাচারও সহ্য করতে হয়। তাই সমাজের এই দুই ধরনের মানুষদের নিয়ে প্রচলিত প্রবাদ দুটি হল—

১. দুষ্টু গরুর চেয়ে শূণ্য গোয়াল ভালো।
২. যে গরু দুধ দেয় তার লাথিও খেতে হয়।

এই প্রবাদ দুটিতে পরস্পর বিপরীতধর্মী দর্শন আছে, একটিতে আছে বস্তুবাদী দর্শন আর অন্যটিতে আছে নৈরাশ্যবাদী দর্শন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদে দর্শন ও সমাজ শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সত্যের সঙ্গে বৃহত্তর জীবনের চরম সত্যকে তুলনা করে লোকশিল্পীরা বাংলা প্রবাদের মাধ্যমে দর্শন ও সামাজিক শিক্ষার দিকটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রবাদগুলির মধ্যে আমরা যেমন রসিকতা, ব্যঙ্গক্তি দেখতে পাই অন্যদিকে তেমনি দেখতে পাই লোকসমাজের দীর্ঘ জীবন ও অর্জিত অভিজ্ঞতায় তৈরি করা দর্শন। আর এই দর্শন তারা পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জনের জন্য কিংবা কোনো বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়, একান্তভাবে নিজেদের জীবনযাত্রাকে পূর্ণতাদান ও সকলের কল্যাণের জন্য তৈরি করেছে।

প্রবাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিবেশ সংক্রান্ত শিক্ষাগত মূল্য : অতীতকাল থেকেই মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকার রসদ খুঁজেছে কীভাবে আরো বেশিদিন বেঁচে থাকা যায়। আর এই সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন সকলের স্বাস্থ্য সচেতনতা। বাংলা মৌখিক সাহিত্যে স্বাস্থ্য সচেতনা সম্পর্কে প্রচুর নীতি শিক্ষামূলক প্রবাদ লক্ষ করা যায়। আমাদের চার পাশের পারিপার্শ্বিক পরিবেশে এমন বহু গাছপালা রয়েছে যেগুলি সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতেও বহু গাছের হাজারও ঔষোধি গুণ রয়েছে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। কথায় আছে 'একটি গাছ একটি প্রাণ' এই প্রমাণিক সত্যের মধ্যেই রয়েহে গাছের অস্তিত্ব। দৃষ্টান্তমূলক একটি প্রবাদ—

"নিম নিশিন্দা যেথা, রোগ থাকে না সেথা।"[১৩]

আবার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে প্রাতঃভ্রমণের পরামর্শদানের বিষয়েও প্রচলিত প্রবাদ আছে। অর্থাৎ ভোরের বেলা প্রাতঃভ্রমণ করলে আমরা যেমন শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে স্বাস্থ্যকর জীবন পেতে পারি, তেমনি আবার নানান রোগের প্রকোপ থেকেও মুক্তি পায়। প্রতিদিন ভোর বেলা হাঁটা চলা করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতারও বৃদ্ধি ঘটে যেটি বাস্তব সত্য। এরূপ একটি নীতি শিক্ষামূলক প্রবাদ হল—

"বেড়াও যদি ভোরের বেলা, থাকবে না আর রোগের জ্বালা।"[১৪]

প্রকৃতির মুক্ত আলো, বাতাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে দিতে হয়, তা না হলে কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে গিয়ে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়, যার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয় এবং শরীরে নানান রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। অর্থাৎ প্রকৃতির মুক্ত আলো, বাতাস নিয়ে প্রচলিত প্রবাদটি হল—

আলো হাওয়া বেঁধো না, রোগে-ভোগে সেধো না।

আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফল-মূল জন্মায়, যার ভিতরে প্রচুর প্রয়োজনীয় শর্করা ও প্রোটিন থাকে যা খেলে শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এদিকে আমরা প্রত্যেকেই দীর্ঘ আয়ু এবং সুস্থ শরীর স্বাস্থ্যের আশা করে থাকি। তাই বছরের বিভিন্ন সময়ের উৎপাদিত ফল-মূল খাওয়া নিয়ে প্রচলিত শিক্ষামূলক প্রবাদটি হল—

বারো মাসে বারো ফল না খেলে যায় রসাতল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 97
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 771 - 781
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আমরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য বিভিন্ন খাবার খেয়ে থাকি। কোন কোন খাবার খেলে শরীরের কোন ধরনের উপকার হয় বা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো তা প্রবাদের মধ্যে পাওয়া যায়। যারা রোগা, দূর্বল তাঁদেরকে সু-স্বাস্থ্যবান ও নিটোল দেহের অধিকারী হতে গেলে বা শরীরের মাংস পেশি বৃদ্ধি করার জন্য মাংসা খাওয়া প্রয়োজন। আবার দেহের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ঘি খাওয়া যেমন দরকার তেমনি দুধ ও ডিম খেলে বীর্য বৃদ্ধি হয়। এছাড়াও শাক খেলে মল বৃদ্ধি হয়। সাধারণ জনসমাজে প্রচলিত প্রবাদটিতে বলা হয়েছে—

মাংসে মাংস-বৃদ্ধি হয়, ঘৃতে বৃদ্ধি বল।
দুধে হয় বীর্য-বৃদ্ধি, শাকে বৃদ্ধি মল।।

বাংলা মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদের মধ্যে আমরা পরিবেশ বা সমাজ জীবনের যে চিত্র বা বর্ণনা পাই বর্তমানে তা নাও পেতে পারি। কারণ কালের গতিতে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাই অনেকের মতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রবাদগুলি অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তার সত্বেও আমরা প্রবাদের স্বাস্থ্য সচেতনার কিছু কিছু দিক কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। আর এই অপ্রাসঙ্গিকতার মধ্যেই আমরা প্রবাদের আসল শিক্ষাগত মূল্যের সার্থকতা খুঁজে পাই। তাই আজও আমাদের সমাজের বহু মানুষজন এই ধরনের শিক্ষামূলক প্রবাদ বলে মানুষকে উপদেশ দিয়ে সাবধান করে দেন।

প্রবাদের মনস্তত্ত্ব ও নৈতিক শিক্ষাগত মূল্য : প্রবাদ হল মানবজাতির একটি বহুবিদ সুদীর্ঘ ব্যবহারিক লব্ধ অভিজ্ঞতা, যা সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর ব্যঞ্জনাত্মক মানব সংস্কৃতির অন্যতম প্রতিরূপ। প্রবাদ একটি স্বতন্ত্র বিষয় যার মূল লক্ষ্য মানব চরিত্র বা মানব চরিত্রের সমালোচনা করা। অর্থাৎ বিশেষ চরিত্রের মানুষদের অসঙ্গতিগুলিকে লোকচক্ষুর সন্মুখে উপস্থিত করা, যাতে তারা সাবধান হতে পারে। সেইসব মানুষগুলি তাদের ত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করে, আবার যারা দুষণীয় চরিত্রের অধিকারি নয় তারাও যাতে দুষণীয় চরত্রের মানুষের সংস্পর্শ থেকে দুরে সরে যায় ও নিজে যাতে সেইরূপ ত্রুটির অধিকারী না হয় তারও নৈতিক শিক্ষা পায়। যেমন— 'অতি চালাকের গলায় দড়ি, অতি বোকার পায়ে বেড়ি।' আর সেই কারণে প্রবাদের মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয় সমাজের নারী-পুরুষের এক কঠিন মনস্তত্ত্ব। বাংলা মৌখিক সাহিত্যের উপাদান হিসেবে প্রবাদের মনস্তত্ত্ব ও নৈতিক শিক্ষাগত মূল্যের নানান দিক আলোচনা করা হল।

মানুষের আচরণের একটি প্রধান উৎস তার সহজাত যৌনপ্রবৃত্তি, যা মানুষের বিশেষ জৈবিক চাহিদার প্রয়োজনে বিশেষ কিছু আবেগের মাধ্যমে প্রকাশ করে। আমাদের আত্মরক্ষা ও প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য এটি আত্মসুখ ও আত্মতৃপ্তি সাধন-কামনায় সংগঠিত হয়। প্রবাদে রয়েছে যৌন চাহিদা ও অনুভুতি প্রকাশের কথা, যা ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সংস্কৃতিতে শৈল্পিরূপেও প্রকাশ ঘটেছে। প্রচলিত প্রবাদটি—

খেতে ভালো চালভাজা, দেখতে ভালো মুড়ি।
রসকে ভালো এক ছেলের মা, টসকে ভালো ছুঁড়ী।

যৌনকর্মে মানুষের বিচিত্র ও ব্যাপক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে ফলে যৌন কল্পনা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এই উদ্ভট কল্পনা মানুষের যৌন আগ্রহ বৃদ্ধি করে, এই শৈল্পিক পথে যৌন তৃপ্তিলাভের আকাঙ্খা যৌন প্রবণতা সৃষ্টি করে।

নারী পুরুষের ভালোবাসা সম্পর্কের মনস্তত্ত্ব ধরা পড়েছে প্রবাদে। ভালোবাসার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পৃথকভাবে প্রধানত ধরা পড়েছে নারী-পুরুষের সহজাত জৈবিক প্রবৃত্তি ও মনস্তত্ত্ব। প্রবাদে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল—

পিরিতের পেত্নিও ভালো।
যার প্রতি মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।

অর্থাৎ প্রবাদগুলিতে সরাসরি নারী-পুরুষের জৈবিক প্রবৃত্তিগত ভালোবাসা ও ভালোলাগার মনস্তত্ত্বের দিকগুলি স্পষ্ট হয়েছে। যৌন প্রবৃত্তির জন্য পুরুষ ও নারী ভালোবাসার সঙ্গীকে ভিন্ন জাত, দেখতে কুশ্রী হলেও ভালোবাসার দিকটিকেই গুরুত্ব দিয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ প্রবাদের নানান বিষয়ের মধ্যে আদিম ও লোকসমাজের তথা সাধারণ মানুষের নানান প্রকার মানসপ্রবণতা বা মানসিক ক্রিয়াকলাপের অস্তিত্ব লক্ষ করেছেন। গ্রাম থেকে শহর সব সংসারে নারীমনের বহু জটিল মনস্তত্ত্ব প্রবাদের মধ্যে ধরা পড়েছে। প্রবাদে দেখা যায় বউ এর গুণ নয়, সব সময় যেন তার ত্রুটিগুলিই শাশুড়ির চোখে বেশি ধরা পড়ে। যেমন—

বউয়ের গলার স্বর কেমন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 97
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 771 - 781
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শালিক কেঁকায় যেমন।

আবার সেই মা-ই তার কন্যর বেলায় এক মূর্তি আর ছেলের বৌ অর্থাৎ পুত্রবধূর ক্ষেত্রে অন্য মূর্তি ধরেন। এই কথোপ কথনে মধ্যে নারীর মনের এক জটিল মনস্তত্ত্ব সংসারের নানান ক্ষেত্রে ধরা পড়েছে। সেই একই মা কন্যার ক্ষেত্রে একরকম আর তার পুত্রবধূর ক্ষেত্রে অন্যরকম ভূমিকায়। যেমন—

পদ্মমুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়,
খেঁকি নাকি বউ এসে বাটার পান খায়।

আজকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারীর ক্ষেত্রেও এই একই মনোভাব দেখা যায়। তাই বর্তমানে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার যে লড়াই, তা সত্যিই মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়। এক হাতে যেমন তালি বাজে না, শাশুড়িহীন সংসারে পুত্রবধুও নিজের খুশি মতো কর্তৃত্ব করতে পারবে বলে, শাশুড়ির মৃত্যুতে পুত্রবধূর নিম্নতম শোক প্রকাশ করতেও আবকাশ পায় না। পুত্রবধূর এই ধরনের মানসিকতার মাধ্যমে ধরা পড়েছে নারী মনস্তত্ত্বের চিত্র। যেমন—

শাশুড়ি মলো সকালে
খেয়ে দেয়ে বেলা থাকে তো, কাঁদব গিয়ে বিকালে।

বউয়ের কোনো কিছুই শাশুড়ীর পছন্দ নয়, তার ছেলের প্রতি দরদ, সেবা যত্ন, রান্না বান্না সব শাশুড়ীর কাছেই বিষবৎ বলে মনে হয়। আবার জা, ননদ, ভাসুর-পুত্রবধূ সম্পর্ক, দেবর ও বৌদির মধূর সম্পর্কের চিত্র, স্বামী-স্ত্রী সংসারের অম্লমধূর চিত্র, বৃদ্ধাকালে স্বামী-স্ত্রীর সংকটময় সম্পর্ক, সতীনে সতীনে দ্বান্দ্বিক চিত্রের মধ্যেও গভীর মনস্তত্ত্ব আছে। যার মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়েরই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে চলেছে বহু প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় কালেও। প্রবাদ মানুষের মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে সাহায্য করে থাকে। কারণ প্রবাদ মানুষের আবেগ নয়, সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও মস্তিষ্ক থেকেই জন্ম হয়। সেই দিক থেকে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদের মনস্তত্ত্ব ও নৈতিক শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে।

প্রবাদের সমকালীন চলমান বাস্তবতাগত মূল্য : মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদের মধ্যে অতীতের নানান বিষয় সংগ্রথিত থাকে বলে, তার অর্থ এই নয় যে, মৌখিক সাহিত্য কেবলমাত্র অতীত বা পুরাবস্তুর আঁধার। মৌখিক সাহিত্য লোকজীবনাশ্রয়ী, তাই পারি-পার্শ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে প্রবাদের নানান বিষয়েরও পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সব পরিবর্তনের ধারায় প্রবাদ সমকালীন মানুষের জীবন বাস্তবতার সঙ্গে রূপলাভ করে থাকে। তাই সামগ্রিক বিচারে বলা যায় প্রবাদ ঐতিহ্যানুসারী হয়েও মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে প্রতিনিয়ত যুগ-পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে প্রতিফলন ঘটে এবং চলমান সমাজের বাস্তবতাগত মূল্য ও মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে সমভাবে আত্মপ্রকাশ করে। নিম্নে সেগুলির কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করা হল।

বর্তমান সমাজে ব্যপকভাবে প্রচলিত এই প্রবাদটি আমরা সাধারণ মানুষের মুখ থেকে শুনে থাকি। রাজনৈতিক ব্যক্তিগণ ক্ষমতা পাবার আগে জনগণকে নানান প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু যখন যে ক্ষমতা হাতে পায় তখন সে প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিগণই নয়, বিভিন্ন উচ্চপদাধিকারী আমলা, প্রতিনীধি, দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষদের ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কেও এই প্রবাদটি প্রচলিত। যে কারণে ক্ষমতার অপব্যবহারকারী মানুষগুলির সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদটি খুববেশিই শোনা যায়। দৃষ্টান্তমূলক প্রবাদটি—

যে লঙ্কায় যায়, সেই রাবণ হয়।

আজ-কাল কার দিনে কোনো কিছু পেতে হলে তার বিনিময়ে কিছু দিতে হয়, তা না হলে সেই কাজটি ঠিক মতো হয় না। যে কোনো অফিসিয়াল কাজকর্ম, জব সেক্টর, ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজে ভর্তি, চাকরি সবক্ষেত্রেই যেন অর্থের লেনদেন। অর্থ-টাকা ছাড়া সবকিছুই যেন অচল সেই কারণে প্রচলিত এই প্রবাদটি আমরা সাধারণ জনগণের মুখে প্রচুর শুনে থাকি। প্রবাদটি হল—

ফেল কড়ি মাখো তেল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 97
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 771 - 781
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বর্তমান সময়ে আমরা এটাও লক্ষ করে থাকি যে যার লোকবল বা ক্ষমতা, টাকা পয়সার জোর আছে সে তাঁর এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। অর্থাৎ এই প্রবাদটি বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্র অনুযায়ী বলে থাকেন। সেই কারণে বিভিন্ন জন বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কটুক্তি করে প্রবাদটি বলে থাকেন। দৃষ্টান্তমূলক প্রবাদটি হল—

জোর যার মুলুক তাঁর।

লোকসমাজের সাধারণ মানুষের সৃষ্টি হলেও প্রবাদ বর্তমান সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ইতিহাসের অনেক যুদ্ধ কাহিনীতেও আমরা দেখেছি যে, এক দেশের রাজার সঙ্গে অন্য দেশের রাজার যুদ্ধ হলে হাজার হাজার সাধারণ মানুষের প্রাণ যায়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজা-মহারাজা সাধারণত সুরক্ষিত থাকে। বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রায় এই একই ঘটনা ঘটে চলেছে, তাদের উস্কানি মূলক কথাবার্তায় সাধারণ জনগণের প্রাণ যায়। আর এই ধরনের ঘটনা বর্তমানে গ্রামে-গঞ্জে প্রতি নিয়ত ঘটে চলেছে যে কারণে সাধারণ মানুষজনদের মুখে মুখে প্রচলিত প্রবাদটি—

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়
উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সমাজের কিছু মানুষের আচরণের সঙ্গে নিচের প্রবাদটির মিল আছে। আমরা দেখেছি যারা চুরি করে সে তাঁর দোষ ঢাকতে বেশি চিৎকার করে দোষ ঢাকার চেষ্টা করে এবং তাদের পরিবারের লোকজনদের মুখেও বড় বড় কথা শোনা যায়। তাই সমাজের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ব্যঙ্গাত্মক প্রবাদটি হল—

চোরের মায়ের বড় গলা।

বর্তমানে রাজনীতির আঙ্গিনায় নানান প্রবাদ যুক্ত হয়ে যাচ্ছে অঙ্গাঙ্গিভাবে। বর্তমান সময়ে গ্রাম-শহর প্রতিটি স্থানেই আজ রাজনীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাই মৌখিক সাহিত্যের প্রবাদের মধ্যেও সেই রাজনীতির দিকগুলি ধরা পড়েছে সেগুলির কয়েটি আলোচনা করা হল—

সোজা আঙুলে ঘি উঠে না।

এই প্রবাদটির মধ্যেও রাজনীতির গন্ধ আছে। কারণ সহজ সরলভাবে কাজ না হলে হুমকি দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে কলা কৌশলে নানান ভাবে চাপ সৃষ্টি করে কাজ হাসিল করতে হয়।

আপনার হাত জগন্নাথ
পরের হাত এটো পাত।

এই প্রবাদটিও সরাসরি রাজনীতির ভাষাতেই রচিত হয়েছে। কারণ বিরোধীপক্ষকে ব্যঙ্গ করে একজন আরেক জনকে এই প্রবাদটির ভাষাতেই আক্রমন করে থাকেন।

আমরা সকলেই জানি রাজনীতিতে আপন-পর বাছ-বিচার নেই বললেই চলে। কারণ এখানে নিজের লক্ষ্য অর্জনই মুখ্য বিষয়। প্রয়োজন হলে নিজের নাক কেটেও অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করার যে মানসিকতা তা একপ্রকার আত্মঘাতী রাজনীতির পরিচয় ফুটে উঠেছে এই প্রবাদে যেমন—

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।

আবার কিছু কিছু প্রবাদে দ্বিমুখী রাজনীতির কুশলতা এবং কূটনীতির চাল আছে। বর্তমান সময়ে যে রাজনৈতিক দলই প্রসাশনিক দায়িত্বে থাকে তারাই এই ধরনের কূটনীতির খেলা খেলে। চোরকে চুরি করার ছাড়পত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। আবার গৃহস্ত লোকদেরকে বলে আমরা সবচোর বদমায়েসদের শায়েস্তা করব। তাই বর্তমানে আমাদের সমাজে খুবই ব্যাপক ভাবে প্রচলিত এই প্রবাদটি হল—

চোরকে বলে চুরি করতে,
গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে।

আমরা জানি রাজনীতিতে ক্রুরতা ও নিষ্ঠুরতার স্থান আছে তা না হলে ‘গরু মেরে জুতা দান’ এর মতো পরিচয় ফুটে উঠে। ছলে বলে কৌশলে যেভাবেই হোক বিরোধীপক্ষকে দমন করা রাজনীতিতে একটি সর্বজন স্বীকৃত নীতি। অন্যকে ভয়-ভীতি দেখানো বা নানান ছল-চতুর করে চাপ প্রয়োগ করার মধ্যেও রাজনীতির খেলা আছে ‘ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখনি’ এই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 97
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 771 - 781
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ধরনের কথাবার্তার অর্থ একপ্রকার ভয় দেখানো। এছাড়া ভিটেমাটিতে ঘুঘু চরানোর হুমকিও দেওয়া হয় বা সর্বস্বান্ত করে দেওয়ায় কথাও বলা হয়ে থাকে। এছাড়াও বর্তমান সমাজে খুবই প্রচলিত কয়েকটি প্রবাদ হল - ১. মাছের তেলে মাছ ভাঁজা। ২. পাকা ধানে মই দেওয়া। ৩. গাছে তুলে মই টেনে নেওয়া। ৪. গাছের খায়, তলারও কুড়ায়। ৫. গরু মেরে জুতা দান। ৬. চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা। ৭. চোরের মন পুলিশ পুলিশ করে। ৮. অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। ৯. ধরি মাছ, না ছুঁই পানি। ১০. চাঁচা আপন প্রাণ বাঁচা। ১১. আপন চরকায় তেল দাও। ১২. কান টানলে মাথা আসে। ১৩. চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

উপসংহার : বাংলা মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রবাদ, পৃথিবীর সব জাতির সর্বকালে মানুষের কাছেই বেশী জনপ্রিয়। আর এইসব প্রবাদগুলি বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং সমৃদ্ধ হচ্ছে। বাংলা মৌখিক সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে এবং মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সর্বদা সম্পৃক্ত প্রবাদের ব্যবহারিক মূল্য সর্বাধিক। আমাদের জীবনে, সাহিত্যে সব জায়গাতেই প্রবাদের উপস্থিতি আমরা দেখতে পায়। মানুষের ভাবজগৎ ও কর্মজগতের এমন কোনো বিষয় নেই যা প্রবাদে অনুপস্থিত। প্রবাদ শুধু মৌখিক সাহিত্যের নয়, বাংলা ভাষারও মূল্যবাণ সম্পদ। বাংলা ভাষা দিন দিন সমৃদ্ধ হয়ে গতিশীল এবং আধুনিক হয়ে উঠছে। কিন্তু আমরা বর্তমানে সচ্ছ চলিত ভাষায় যে সকল প্রবাদগুলি ব্যবহার করি আগে তো এই চলিত ভাষার ব্যবহার ছিল না। তাহলে কী সবই বর্তমান কালের রচিত প্রবাদ? আসলে কিন্তু তা নয়, বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রবাদগুলি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে নিজের চলনশক্তি ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় রেখেছে। সময়ের নিরিখে নগর সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রামীণ সভ্যতা সংস্কৃতি এবং গ্রামীণ জীবন যাত্রার দূত পরিবর্তন এসেছে। আর এই সভ্যতা সংস্কৃতির পরিবর্তনের ধারায় মানুষের অভিজ্ঞতারও পরিবর্তন ঘটছে, ফলে নতুন নতুন প্রবাদের জন্ম হচ্ছে। যেগুলির প্রকাশভঙ্গি, রচনাশৈলী, ব্যবহারের ক্ষেত্র বর্তমান সময়ের উপযোগী হিসেবে উপস্থিত হচ্ছে। প্রবাদের মধ্যে দিয়েই আমরা মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অত্যাচার-উৎপীড়ন, রাগ-অভিমান, দোষ-গুণ, সোহাগ-বঞ্চনা, মানুষজনের স্বভাব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের গাছ-পালা, পশু-পাখি, জীব-জন্তু, সম্পর্কে জানতে পারছি বলেই প্রবাদের শিক্ষাগত মূল্যের সার্থকতা।

Reference:

১. ঘোষ. বাসুদেব, *প্রবাদের গল্প,* কলকাতা : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২০০৩, পৃ. ১৫
২. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং : ১, পৃ. ১৫-১৬
৩. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং : ১, পৃ. ১৬
৪. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং : ১, পৃ. ১৭
৫. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং : ১, পৃ. ১৭
৬. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং : ১, পৃ. ১৭
৭. আহমদ. ওয়াকিল, *প্রবাদ ও প্রবচন,* বাংলাবাজার ঢাকা : আনন্দধারা, ২০০৯, পৃ. ১৩০
৮. চক্রবর্তী. বরুণকুমার, *লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান,* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০১০, পৃ. ২৮
৯. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৭, পৃ. ২৩
১০. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১, পৃ. ৮৭
১১. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১, পৃ. ৩৩
১২. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ১, পৃ. ৪৯
১৩. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং: ৮, পৃ. ১৩

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 97
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 771 - 781
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৪. পাঠক. যোগেশ রঞ্জন, *লোকশিক্ষা ও লোকসংস্কৃতি*, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭, পৃ. ১৩৫

Bibliography:

চক্রবর্তী. বিপ্লব, *ভারতীয় প্রবাদ শৈলী ও স্বরূপ,* কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৬
ভট্টাচার্য. আশুতোষ, *বাংলা লোকসাহিত্য, ষষ্ঠ খণ্ড: প্রবাদ,* কলকাতা : দেজ পাবলিশিং, ১৯৭২
দেবনাথ. দেবলীনা, *বাংলার লোকসংস্কৃতি ও নারী-মনস্তত্ত্ব,* কলকাতা : পরম্পরা প্রকাশন, ২০১৪
ভূঞ্যা. ফাল্গুনি, *বাংলার লোকসংস্কৃতি : মনস্তাত্ত্বিক অন্বেষা ও প্রয়োগ,* সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশক, ২০১১
দে. সুশীল কুমার, *বাংলা প্রবাদ,* কলকাতা : এ. মুখার্জী অ্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০১